‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ সনদ

ভূমিকা

‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন’ আয়োজনকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী ‘খাদ্য অধিকার প্রচারাভিযান’ সংগঠিত হয়। পরবর্তীতে ৩০, ৩১ মে ও ১ জুন ২০১৫ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ‘দক্ষিণ এশিয়া খাদ্য অধিকার সম্মেলন ২০১৫’ এর শেষ দিন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ **‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’**-কে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত সংগঠন, নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তিবর্গের একটি **সম্মিলিত জোট** (Umbrella Network) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই জোট খাদ্য অধিকার ইস্যুতে বাংলাদেশে নাগরিক সমাজের চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়াকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও বিস্তৃত করবে। ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিক সমাজের আন্দোলনসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময়, সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, সংগঠন ও জোটের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ আরো শক্তিশালী করা। খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা আন্দোলন বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলসহ নীতি-নির্ধারকদের সম্পৃক্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ‘খাদ্য অধিকার বিষয়ক আইনি কাঠামো’ প্রণয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে চাই আমরা। পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে নানাবিধ ইস্যু ও অনেক চ্যালেঞ্জ যুক্ত– যা শুধু ধারণাগত নয়, মানুষের জীবনসংগ্রাম ও বাস্তবভিত্তিক। নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং সামাজিক আন্দোলনসমূহ যারা অধিকারভোগী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে- কৃষক, গ্রামীণ নারী, খাদ্য ও কৃষি শ্রমিক, জেলে ও গোয়ালা সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নগর শ্রমিক এবং অন্যান্য গোষ্ঠী, যারা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মানবাধিকারকে সম্পৃক্ত করে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের দেশে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নের পথে অনেক বাঁধা রয়েছে। এসব বাধা অতিক্রমের জন্য মানবাধিকারকে ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বিত নীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন, যা খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জেন্ডার সংবেদনশীল সুশাসন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নীতিমালা, আইন ও বিধি-বিধানের সঙ্গে কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় কার্যকর বিনিয়োগ ত্বরান্বিতকরণ ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’-এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আমরা ‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ নিম্নলিখিত সনদ গ্রহণ করছি:

- আমরা জানি যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত নীতিগত পর্যায়ে দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।
- আমরা আরও স্বীকার করছি, বিগত বছরগুলোতে কৃষি খাতের কল্যাণে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।
- আমরা উদ্বিগ্ন যে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কৃষি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ইতিবাচক অর্জন সত্ত্বেও জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও ক্ষুধা ও অপুষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের ক্ষেত্রে নাজুক অবস্থায় রয়েছে।
- আমরা আরও উদ্বিগ্ন যে, জলবায়ুর তারতম্য ও পরিবর্তনের পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ উপাদানগুলোর উপর আমাদের উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থা অধিকতর ও ক্রমাগত নির্ভরশীলতা এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- আমরা নিশ্চিত করে বলতে চাই যে, সমাজের সকল স্তরের মানুষ, সুনির্দিষ্টভাবে নারী, যুব ও অন্যান্য বঞ্চিত গোষ্ঠী যাতে করে তাদের জীবন-জীবিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ও এর রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং সুযোগসমূহ থেকে সরাসরি উপকৃত হয়– সে বিষয়ে আমাদের যথাযথ পরিকল্পনা ও সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
- আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বলছি যে, বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষুধা ও অপুষ্টি, যা ভগ্নস্বাস্থ্য, কর্মশক্তিহীনতা ও মানসিক বৈকল্য সৃষ্টি করে, এসবই উৎপাদনশীলতা ও শিক্ষার সুযোগকে সংকুচিত করে অধিকতর ক্ষুধা ও অপুষ্টির দিকে ধাবিত করে, এটি একটি নিরন্তর চক্র।
- আমরা ক্ষুব্ধ যে, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমিত অগ্রগতি বিদ্যমান, যা স্থানীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য সংযোজন ও প্রতিযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এ খাতে লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জাতীয় পর্যায়ে সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা এবং সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের মাধ্যমে ভূমি, পানি, বৃক্ষ, পশুসম্পদ, মৎস্যসম্পদসহ আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বশীল ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
- আমরা মনে করি, দেশব্যাপী খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ, নাগরিক সমাজ, কৃষক, গ্রামীণ নারী, খাদ্য ও কৃষি শ্রমিক, জেলে ও গোয়ালা সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নগর শ্রমিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের পরিপূর্ণ ভূমিকা ও দায়-দায়িত্ব আরো বৃদ্ধি করতে হবে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার বিষয়টি নির্ভর করে কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার এবং মানসম্পন্ন জীবনযাপনের অধিকারসহ বেশকিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উপর।

‘খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ’ নিম্নে বর্ণিত ইস্যুসমূহে সোচ্চার হবে

১. ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করার অঙ্গীকার

ক্ষুধা ও দারিদ্র পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশ Milleninum Development Goal (MDG) অর্জনের ক্ষেত্রে দারিদ্র হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। পাশাপাশি জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত Zero Hunger Declaration এ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র বিশেষত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহে ২০২৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা দূর করার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশও সম্মতি প্রদান করেছে। MDG এর ধারাবাহিকতায় এ বছর Sustainable Development Goal (SDG) গৃহীত হতে যাচ্ছে, যেখানে ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করার অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণে যথাযথ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২. সকল মানুষের পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার, পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব

মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য তার অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলো (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা) হচ্ছে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের (১৯৪৮) অনুচ্ছেদ ২৫(১) ধারা অনুযায়ী ‘প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের এবং তার পরিবারের কল্যাণ ও সুস্বাস্থের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবাসহ জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মানের অধিকার রয়েছে এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা তার আয়ত্তের বাইরে অন্য কোন কারণে জীবিকা অর্জনে অপারগ হলে নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।’ মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য হলো একটি অবিভাজ্য, সর্বজনীন, অপ্রত্যাহারযোগ্য ও সহজাত। সে অর্থে খাদ্য অধিকার একটি মানবাধিকার। মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অন্য অধিকারগুলো অর্জনে খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এটি কোনো দয়া-দাক্ষিণ্যের বিষয় নয়, বরং প্রতিটি মানুষ মর্যাদার সাথে নিজের খাদ্যের সংস্থান করার সামর্থ্য অর্জন করবে সেটাই খাদ্য অধিকারের লক্ষ্য। খাদ্য অধিকারের সঙ্গে পুষ্টি নিরাপত্তা ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত। আমাদের দেশে অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুর হার বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খর্বকায় ও কম ওজনের শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য খাদ্যের সাথে সাথে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। খাদ্য সার্বভৌমত্ব হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত স্বাস্থ্যগত ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত খাদ্যে জনগনের অভিগম্যতার এবং তাদের নিজস্ব খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থা নির্ধারণ করার অধিকার। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে খাদ্য অধিকার, পুষ্টি নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সক্রিয় উদ্যোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আইনি কাঠামো প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন

দেশে যথেষ্ট ভাল একটি খাদ্যনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির অনেক ভাল উদ্দেশ্য বিদ্যমান। কিন্তু নীতি এবং কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে না। রাষ্ট্র জনগণের খাদ্য প্রাপ্তির বিষয়টিকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে স্বীকার করলেও ‘অধিকার’ হিসেবে গণ্য না করার কারণে খাদ্য নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো হয়ে থাকে সাধারণত সেবামূলক। যে কোনো বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলে তার বাস্তবায়নও ত্বরান্বিত হয়; বাস্তবায়ন না হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুফল পেতে পারে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে ‘খাদ্য অধিকার আইন’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে জরুরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির রূপান্তর (Transformation) ও খাদ্য অধিকার আইনি কাঠামোর সাথে সম্পৃক্তকরণ

বর্তমানে অতিদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপুষ্টি প্রতিরোধ, খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, দুর্যোগকালে ও কর্মহীন সময়ে খাদ্য সহায়তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকারভোগীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি এসব কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এসকল কর্মসূচির কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচিত না হওয়াসহ বাস্তবায়নে বহুমুখী সমস্যা বিদ্যমান। সাম্প্রতিককালে এ কর্মসূচির উন্নয়নে National Social Security Strategy-NSSS গৃহীত হয়েছে। কৌশলপত্রে ‘বিদ্যালয়গামী শিশুদের দুপুরের খাবার প্রদান’এর কথা বলা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য এ বছরের বাজেটে আংশিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসকল উদ্যোগের ফলে কর্মসূচি বাস্তবায়নে কিছু অগ্রগতি হলেও কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রশ্ন সাপেক্ষ। এ প্রেক্ষাপটে অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির রূপান্তর (Transformation) ঘটিয়ে এ কর্মসূচিকে খাদ্য অধিকার আইনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৫. কৃষি খাতের উন্নযন এবং ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে টেকসই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া গড়ে তোলা

কৃষি উন্নয়নে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদের দেশে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষি খাতের উন্নয়নে বীজ-সার-কীটনাশকসহ কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণ, কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষি ভর্তুকি সরাসরি ক্ষুদ্র কৃষকের নিকট প্রদান এবং কৃষিকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নারীদের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র খাদ্য ও কৃষি পণ্য উৎপাদকদের বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কৃষি-সংক্রান্ত ভ্যালু চেইন (Value Chain) প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ক্ষুদ্র পর্যায়ের খাদ্য উৎপাদনকারী এবং বিশেষত নারী ও যুবদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও ন্যায্য পাওনা নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, আর্থিক বরাদ্দ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে নারী, ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে টেকসই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি খাতে দায়বদ্ধ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শর্তাবলী ও সহযোগিতার প্রক্রিয়া প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

৬. **খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে Climate Resilience/জলবায়ু ঘাত-সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তোলা**

খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অত্যন্ত নিবিড়।পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় তেমনি সমগ্র দেশ বিশেষভাবে উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে **Climate Resilience**/জলবায়ু ঘাত-সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

৭. **ভেজাল ও রাসায়নিক বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ**

খাদ্য অধিকারের সাথে নিরাপদ খাদ্য ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। রাষ্ট্রীয়ভাবে ২০১৩ সালে 'নিরাপদ খাদ্য আইন' গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আইন বাস্তবায়নে তেমন কোন কার্যকারিতা নেই। সকল সময়ে, সকল ব্যক্তির জন্য সরাসরি অথবা অর্থের বিনিময়ে ভেজাল রাসায়নিক বিষমুক্ত নিরাপদ খাদ্যে অভিগম্যতা রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে।

৮. **খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সকল মানুষের শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ**

মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে খাদ্য অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য। সে লক্ষ্যে যেকোন মানুষের খাদ্য অধিকার কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রকে সকল মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. **খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য (ভূমি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, পানি, বন ইত্যাদি) নীতি ও আইনসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন**

উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ বিভিন্নভাবে খাদ্য অধিকার কার্যকর করার সাথে সংশ্লিষ্ট। এসকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রণীত নীতি ও আইনসমূহে অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের বিষয়টি অনুপস্থিত। এ প্রেক্ষাপটে খাদ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ভূমি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, পানি, বন ইত্যাদি নীতি ও আইনসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

১০. **খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল জাতীয় নীতিমালা,আইন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ**

বর্তমানে আমাদের দেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে 'নারী কেন্দ্রিক দারিদ্র্য' একটি নতুন প্রপঞ্চ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি। খাদ্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সম্পদে (উৎপাদন উপকরণ) নারীর অভিগম্যতা এবং বৈষম্যহীনভাবে ও পূর্ণ বৈধতা নিশ্চিত করে ভূমির মালিকানা, অর্থ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সকল সামাজিক সুযোগ, কর্মসংস্থান এবং কর্মস্থলে নারীর ন্যায্য ও সমান মজুরী নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল জাতীয় নীতিমালা,আইন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১১. **সার্ক ফুড ব্যাংক এর ম্যান্ডেট কার্যকর করা এবং সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া কার্যকর করা**

সার্কভুক্ত দেশগুলো খাদ্য ঘাটতি ও সংকটাপন্ন সময়ের জন্য আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা সংরক্ষণাগার হিসেবে ২০০৭ সালে সার্ক ফুড ব্যাংক গঠন করে। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার উদ্যোগসমূহে আঞ্চলিক সহায়তা প্রদান; আন্তঃরাষ্ট্রীয় অংশীদারিত্বকে অগ্রসর করা এবং সমন্বিত প্রচেষ্টায় আঞ্চলিক খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করা। যদিও সার্ক ফুড ব্যাংক গঠনের প্রক্রিয়া কার্যকর হয়নি। অপরদিকে, সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। সার্ক ফুড ব্যাংক এর ম্যান্ডেট কার্যকর করা এবং সার্ক সীড ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২. **সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনঅংশগ্রহণের সুযোগ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ**

খাদ্য অধিকার ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্যাদি সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপন ও জন-নিরীক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

উল্লিখিত 'খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ' সনদ-এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে আমাদের সংগঠন/নেটওয়ার্ক/ব্যক্তিগতভাবে আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এই দলিলে স্বাক্ষর করছি। (বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'জাতীয় কমিটি'র সদস্য সংগঠন বা নেটওয়ার্ক-এর প্রধানদের এই সনদের নিম্নে বর্ণিত ছকে ১জন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দিতে হবে)।

- সংগঠন/নেটওয়ার্ক এর নাম:.....
- সংগঠন বা নেটওয়ার্ক প্রধানের নাম:.....
- সংগঠন বা নেটওয়ার্ক প্রধানের স্বাক্ষর:.....
- তারিখ:.....

- সংগঠন/নেটওয়ার্কের পক্ষে মনোনীত প্রতিনিধির নাম: .....
- পদবী: .....

খাদ্য অধিকার বাংলাদেশ
RIGHT TO FOOD BANGLADESH

Secretariat: WAVE Foundation Office, 3/11, Block-D, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 01755655430, 8143245, 58151620, Fax: 8143245, 58151620 Ext.-123
Email: info@rtf-bangladesh.org, **Website:** www.rtf-bangladesh.org